মানব শরীরে ‘ক্বলব’-এর অবস্থান
প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ- ৩৬

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
অথেন্টিক প্রিন্টার্স
২১৭/৩, ১ নম্বর গলি, ফকিরাপুল
মতিঝিল, ঢাকা
ফোন : ০২-৭১৯২৫৩৯, মোবাইল : ০১৭২০১৭৩০১০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	৫
চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৬
পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৪
মূল বিষয়	২৫
হার্ট/হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান	২৫
ক্বলব (قلب), সদর (صدر) এবং নফস (نفس) শব্দ তিনটির আভিধানিক অর্থ	২৭
কিছু আয়াত ও হাদীস যার প্রচলিত অনুবাদ অনুযায়ী ক্বলব, সদর ও নফস শব্দ তিনটির সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ	২৮
ক. শুধু ক্বলব শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ	২৮
খ. শুধু সদর শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ	২৯
গ. শুধু নফস শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ	৩০
ঘ. ক্বলব এবং সদর শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ	৩১
‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণা	৩৬
‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৩৭
‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণার মূল পর্যালোচনা	৪৭
ক. অর্জিত সাধারণ জ্ঞানের আলোকে ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৭

খ. মানব শরীর বিজ্ঞানের আলোকে ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৭
‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৫৪
আল কুরআনের আলোকে ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়ের পর্যালোচনা	৫৫
‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৬৪
মানব দেহে ‘ক্বলব’-এর অবস্থান সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৬৫
ক্বলব, নফস ও সদর শব্দের সঠিক অর্থ ও শারীরিক অবস্থান ধরে কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ	৭৩
শরাহ সদর (শাক্কুর সদর) তথ্য ধারণকারী হাদীসের পর্যালোচনা	৮২
শেষ কথা	৮৮

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

‘ক্বলব’ শব্দটি প্রায় সকল মুসলিম জানে। তবে এর প্রকৃত শারীরিক অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে নিরক্ষর, সাধারণ শিক্ষিত এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ভুল ধারণা বিদ্যমান। এ ভুল ধারণা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আর এর কারণ হলো মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা, বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসের মহা দুর্বলতা। আল কুরআনের প্রচলিত প্রায় সকল অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থ এবং প্রচলিত প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থে ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, মানব শরীরে অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অতীতে এটিতে তেমন সমস্যা না হলেও বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ সমস্যা আরও বাড়বে। সমস্যাগুলো হলো-

১. একজন অমুসলিম চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র বিষয়টি জানলে কুরআন ও হাদীস নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করবে।
২. একজন মুসলিম চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র বিষয়টি জানলে কুরআনের নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাবে।
২. অন্যদিকে ক্বলব পরিষ্কার করা নিয়ে মুসলিম সমাজে যে ইবাদত বা আমল (যিক’র) চালু আছে, তা যথাযথ ফল দিচ্ছে না বা বৃথা যাচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্তমান স্তর এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত মূলনীতি জানা থাকলে বিষয়টি জানা ও বোঝা মোটেই কঠিন নয়। পুস্তিকাটি ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ নিয়ে প্রচলিত ভুল বুঝাবুঝি নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে এবং ফলস্বরূপ মুসলিম উম্মাহ ও মানব সভ্যতার ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক), অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১টি অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا
يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু' টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু' টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল-কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল-কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের

তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সে সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবকটি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'
(ড. হুসাইন আয-যাহাভী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে।

ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আল হাক্কাহ-এর ৪৪-৪৭ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense (আকল, বিবেক, বোধশক্তি)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬)

নামক পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই

মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।
(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী

দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۔

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচখানি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা

জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের আয়াত গুলোর মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরনের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা কখনোই পারে না।

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ : আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের

বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

আল হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন*- আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ‘প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে’ কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির ‘অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে’ অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়।

তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ . . . . الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ : الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

অনুবাদ : *আবূ সা’লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে `মুসনাদে আহমদ’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-* আবূ সা’লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম- হে রসূলুল্লাহ (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন- নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বলব (মন তথা মনে থাকা Common sense) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

- ♦ আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর-১৭২১৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির ‘যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে’ বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ . . . . عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : *আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের সপ্তম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে ‘মুসনাদে আহমদ’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু’মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল (স.)! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- ♦ আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- ♦ হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির ‘যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে’ অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির ‘যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু’মিন’ অংশ থেকে জানা যায়- মু’মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ

করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, **যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।**

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে, প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর **কিয়াস** হলো- কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে '**ইজমা**' (Concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ‘**কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো-

যে কোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) সঠিক বলে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ করা এবং প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

মূল বিষয়

‘কলব’ শব্দটি বিভিন্ন রূপে আল কুরআন ও সুন্নায় (হাদীস) বহুবার এসেছে। আল কুরআনের প্রচলিত প্রায় সকল অনুবাদ ও তাফসীর এবং প্রচলিত প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থে, ‘কলব’-এর সংজ্ঞা, মানব শরীরে এর অবস্থান সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা অগ্রহণযোগ্য। ‘মানব শরীর বিজ্ঞান’ বিষয়টি জানার মতো স্তরে পৌঁছার আগ পর্যন্ত এটিতে তেমন সমস্যা না হলেও বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ সমস্যা আরও বাড়বে। সমস্যাগুলো হলো-

১. একজন অমুসলিম চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র বিষয়টি জানলে কুরআন ও হাদীস নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করবে।
২. একজন মুসলিম চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র বিষয়টি জানলে কুরআনের নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাবে।
২. কলব পরিষ্কার করা নিয়ে মুসলিম সমাজে যে ইবাদত বা আমল (যি’কর) চালু আছে তা যথাযথ ফল দিচ্ছে না বা বৃথা যাচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্তমান স্তর এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত মূলনীতি জানা থাকলে বিষয়টি জানা ও বোঝা মোটেই কঠিন নয়। পুস্তিকাটি ‘কলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ নিয়ে প্রচলিত ভুল বুঝাবুঝি নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। আর এর ফলস্বরূপ মুসলিম উম্মাহ ও মানব সভ্যতার ব্যাপক কল্যাণ হবে ইনশাআল্লাহ।

হার্ট/হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান

প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী হার্ট/হৃৎপিণ্ড হলো মানব শরীরের একটি অঙ্গ যা বুকের বাম দিকে অবস্থিত। অঙ্গটি- প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া, মমতা, সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি বিষয় তথা মনের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বক্তব্য সঠিক হওয়ার প্রমাণ-

প্রমাণ-১

প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানে মনের ব্যথাকে প্রকাশ করা হয় তীরবিদ্ধ হার্ট/হৃৎপিণ্ডের ছবির মাধ্যমে। ছবি দেখুন-

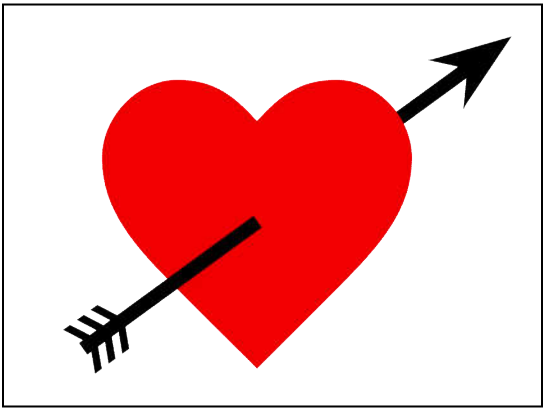

চিত্র নং ১ : তীরবিদ্ধ হার্ট/হৃৎপিণ্ড

প্রমাণ-২

মানুষ গভীর দুঃখ-কষ্টের সংবাদ পেলে বলে আমার বুকটা ফেটে গেল।

প্রমাণ-৩

মানুষের মনের দুঃখ প্রকাশ করার শারীরিক ভাষা (Body language) হলো বুক চাপড়ানো।

প্রমাণ-৪

মানুষ কোন ভালো লাগার কথা শুনলে বলে আমার বুকটা ভরে গেছে।

প্রমাণ-৫

শক্ত মনের মানুষকে বলা হয় কঠিন হৃদয়/হার্টের মানুষ।

প্রমাণ-৬

ঢাকার একটি হাসপাতালের হার্ট (Cardiology) বিভাগে হার্টের গুরুত্ব বোঝাতে রসূল (স.)-এর একটি হাদীসের এ অংশটি লিখে রাখা হয়েছে- ‘শরীরের মধ্যে একটি মুদগাহ রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে। আর তা অসুস্থ হলে পুরো শরীর যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হয়। জেনে রাখো, সেটি হলো হার্ট/হৃৎপিণ্ড (ক্বলব)’।

♣♣ প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানে হার্ট/হৃৎপিণ্ড অঙ্গটিকে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত করার প্রধান কারণসমূহ হলো-

১. ভয় পেলে অঙ্গটির স্পন্দনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং মানুষ তা বুঝতে পারে।

২. বুকের বাম দিকে হাত দিলে অঙ্গটির স্পন্দন/নড়া-চড়া বোঝা যায়।

ক্বলব (قلب), সদর (صدر) এবং নফস (نفس) শব্দ তিনটির আভিধানিক অর্থ

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে আল কুরআন ও হাদীসের তিনটি শব্দ সম্পৃক্ত- ‘ক্বলব’, ‘সদর’ ও ‘নফস’। শব্দ তিনটির যে সকল অর্থ আরবী অভিধানে পাওয়া যায় তা হলো-

ক্বলব শব্দের আভিধানিক মূল বা উৎপত্তিগত অর্থ :

- heart : হার্ট/হৃদপিণ্ড
- turning : ফেরা
- reversal : পরিবর্তন
- center : কেন্দ্র
- most sincerely : অত্যন্ত আন্তরিকভাবে
- to think over : চিন্তা-ভাবনা করা
- totally, wholly : পরিপূর্ণভাবে
- wholeheartedly : পূর্ণ মনোযোগ সহকারে
- change : পরিবর্তন।

সদর শব্দের আভিধানিক মূল ও উৎপত্তিগত অর্থ :

- chest : বুক
- breast : স্তন
- thorax : বক্ষ
- front : সামনে
- front part, forepart : সম্মুখভাগ/অগ্রভাগ
- worries, anxieties : দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা।

নফস শব্দের আভিধানিক মূল ও উৎপত্তিগত অর্থ :

- Mind : মন
- Entity : সত্তা
- Soul : আত্মা ।

♣♣ তাই, আল কুরআন ও হাদীসে উপস্থিত **ক্বলব**, **সদর** ও **নফস** শব্দ তিনটির উল্লিখিত অর্থের যেকোন একটি গ্রহণ করা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধ হবে। তবে-

১. কুরআনে উপস্থিত ক্বলব, সদর ও নফস শব্দের উল্লিখিত আভিধানিক অর্থের যেকোন একটিকে ইচ্ছামত গ্রহণ করা যাবে না। অর্থসমূহের মধ্য থেকে সেটিই নিতে হবে যেটি নিলে শব্দটি থাকা আয়াতখানির অর্থ-
    - কুরআনের অন্য সকল আয়াতের সম্পূরক হয় এবং কোন আয়াতের বিরোধী না হয়। কারণ, আল কুরআনে কোন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই (সুরা নিসা/৪ : ৮২)।
    - প্রতিষ্ঠিত শরীর বিজ্ঞানের তথ্যের বিপরীত না হয়। কারণ, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিষয় এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের বক্তব্য অভিন্ন (সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)।

২. হাদীসে উপস্থিত ক্বলব, সদর ও নফস শব্দের উল্লিখিত আভিধানিক অর্থসমূহের সেটিই নিতে হবে যেটি নিলে শব্দটি থাকা হাদীসখানির বক্তব্য-
    - কুরআনের কোন আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত হবে না।
    - হাদীসখানির বক্তব্য অন্যকোন বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত হবে না।

কিছু আয়াত ও হাদীস যার প্রচলিত অনুবাদ অনুযায়ী ক্বলব, সদর ও নফস শব্দের সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ

আল কুরআন

ক. শুধু ক্বলব শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ

আয়াত-১

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ **الْقَلْبِ** لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

প্রচলিত অনুবাদ: আর আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে; যদি তুমি কঠিন **মন** (Mind) সম্বলিত হতে তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৫৯)

আয়াত-২

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ **قُلُوبُهُمْ** وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

প্রচলিত অনুবাদ : মু'মিন শুধু তারাই- যখন তাদের আল্লাহকে (আল্লাহর সিফাতকে) স্মরণ করানো হয় তাদের **মন** কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সম্মুখে (কুরআনের) আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।

(সুরা আনফাল/৮ : ২)

আয়াত-৩

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ

প্রচলিত অনুবাদ : অতঃপর যাদের **মনে** বক্রতা রয়েছে তারা ভুল বোঝা-বুঝি ছড়ানো এবং (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর ব্যাখ্যা বের করার জন্য।

আয়াত-৪

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ

প্রচলিত অনুবাদ : তাদের (জিন ও মানুষ) **মন** আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করে না। আর তাদের চোখ আছে, তা দিয়ে দেখে না। আর তাদের কান আছে, তা দিয়ে শুনে না।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭৯)

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও বহু আয়াতে থাকা ক্বলব শব্দের অর্থ **মন** ধরে প্রচলিত অনুবাদ করা হয়েছে। আভিধানিক দিক থেকে এ অনুবাদ সঠিক।

খ. শুধু সদর শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ

আয়াত-১

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.

প্রচলিত অনুবাদ : সে (মূসা) বললো, হে আমার রব! আমার **বক্ষকে** প্রশস্ত করে দিন।

(সুরা ত্বা'হা/২০ : ২৫)

আয়াত-২

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ . الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ.

প্রচলিত অনুবাদ : আমরা কি তোমার জন্য তোমার **বক্ষকে** উন্মুক্ত করে দেইনি? আর (এর মাধ্যমে) তোমার ওপর থেকে বোঝা হালকা করে দিয়েছি। যা তোমার পিঠকে নুইয়ে দিচ্ছিলো।

(সুরা ইনশিরাহ/৯৪ : ১-৩)

আয়াত-৩

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي **الصُّدُورِ** وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

প্রচলিত অনুবাদ : তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের **বক্ষে** যা আছে তার নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৫৭)

আয়াত-৪

وَنَزَعْنَا مَا فِي **صُدُورِهِم** مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ

প্রচলিত অনুবাদ : আর আমরা তাদের (জান্নাতীদের) **বক্ষকে** থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করবো, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী-নালা।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ৪৩)

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও বহু আয়াতে থাকা সদর শব্দের অর্থ **বক্ষ** ধরে প্রচলিত অনুবাদ করা হয়েছে। আভিধানিক দিক থেকে এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য। কারণ, সদর শব্দটির আভিধানিক একটি অর্থ হলো বক্ষ/বুক।

গ. শুধু নফস শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ

আয়াত-১

وَإِن تُبْدُوا مَا فِي **أَنفُسِكُمْ** أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ

প্রচলিত অনুবাদ : আর তোমাদের **মনে** (Mind) যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন রেখো আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন।

(সুরা বাকারাহ/২ : ২৮৪)

আয়াত-২

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ .

প্রচলিত অনুবাদ : পক্ষান্তরে যে নিজ রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে এবং **মনকে** কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে। নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাস।

(সুরা নাযিয়াত/৭৯ : ৪০-৪১)

আয়াত-৩

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً .

প্রচলিত অনুবাদ : হে প্রশান্ত **মন!** তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

(সুরা আল ফজর/৮৯ : ২৭-২৮)

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও বহু আয়াতে থাকা নফস শব্দের অর্থ **মন!** (Mind) ধরে প্রচলিত অনুবাদ করা হয়েছে। আভিধানিক দিক থেকে এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য।

ঘ. ক্বলব এবং সদর শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ

আয়াত-১

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

প্রচলিত অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন **মন** (Mind) সম্পন্ন হতো, যা দিয়ে বুঝতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো, যা দিয়ে শুনতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে **মন** যা অবস্থিত **বক্ষে (বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে)।**

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : কুলুব হলো ক্বলবের বহুবচন। আর সুদুর হলো সদরের বহুবচন। আয়াতখানিতে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্য গ্রন্থ পড়ে বা শুনে বুঝতে পারার বিষয় তথা জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, আয়াতখানির এ অনুবাদ থেকে জানা যায়- জ্ঞানের বিষয়টি **মনের** (Mind) সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর ঐ **মন থাকে বক্ষে তথা বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে ।**

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

আয়াত-২

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

প্রচলিত অনুবাদ : যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে (কুরআনকে) অমান্য করে (তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি নয় যাকে (অমান্য করার জন্য) বাধ্য করা হয় কিন্তু তার **মন** (Mind) থাকে ঈমানে অবিচল, তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার **বক্ষকে** (বক্ষে অবস্থিত **হার্ট/হৃৎপিণ্ডকে)** উন্মুক্ত রাখে (ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে অমান্য করে) তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সুরা নাহল/১৬ : ১০৬)

ব্যাখ্যা : ঈমান তথা বিশ্বাস হলো মনের বিষয়। তাই, আয়াতখানির প্রচলিত অনুবাদ থেকেও জানা যায়- **মন থাকে বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে।**

আয়াত-৩

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

প্রচলিত অনুবাদ : আল্লাহ ইসলামের জন্য যার **বক্ষকে (বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডকে)** প্রশস্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর যে তার প্রতিপালক প্রদত্ত (জ্ঞানের) আলোতে রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ আল্লাহর স্মরণ থেকে **মন** (Mind) কঠিন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য। তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে।

(সুরা যুমার/৩৯ : ২২)

আয়াত-৪

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

প্রচলিত অনুবাদ : এটা এজন্য যে আল্লাহ তোমাদের **বক্ষে** যা আছে তা পরীক্ষা করতে পারেন এবং তোমাদের **মনে** (Mind) যা আছে তা পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর **বক্ষে (বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে)** যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৫৪)

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ থেকে জানা যায় **মন** (Mind) থাকে **বক্ষে** তথা **বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে**। আভিধানিক দিক থেকে এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য।

সুন্নাহ (হাদীস)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ ».

প্রচলিত অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) নুমান বিন বশীর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন- নোমান বিন বশীর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- (রাবী বলেন) এ সময় নোমান তার আঙ্গুল দুটি দিয়ে কানের দিকে ইশারা করেন, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুইয়ের মাঝে আছে অনেক অস্পষ্ট বিষয়, যার (প্রকৃত অবস্থা) অনেকেই জানে না। যে সেই অস্পষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে অস্পষ্ট বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের মতো- যে তার পশুগুলো বাদশাহ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখো- প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরও জেনে রাখো- শরীরের মধ্যে একটি ‘মুদগাহ’ রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে। আর তা অসুস্থ হলে পুরো শরীর অসুস্থ (যন্ত্রণাদায়ক বস্তু তথা ফাছাদ) হয়ে পড়ে। জেনে রাখো, সেটি হলো **হার্ট/হৃৎপিণ্ড (ক্বলব)**।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৪১৭৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : প্রচলিত অনুবাদে হাদীসটির শেষে শরীরের যে অঙ্গটিকে **‘ক্বলব’** বলা হয়েছে তার অনুবাদ করা হয়েছে **হার্ট/হৃৎপিণ্ড।** অভিধান অনুযায়ী এ অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কারণ, ক্বলবের আভিধানিক একটি অর্থ হলো **হার্ট/হৃৎপিণ্ড।**

হাদীস-২

حَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِى مِنَ الْهِجْرَةِ إِلاَّ الْمَسْأَلَةُ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَىْءٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى **نَفْسِكَ** وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

প্রচলিত অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) নাওওয়াস ইবনু সাম’আন রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হারুন ইবন সাঈদ আল-আইলিয়্যু (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন- নাওওয়াস ইবনু সাম’আন (রা.) বলেন, আমি মাদীনাতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এক বছর অবস্থান করি। আর একটি মাত্র কারণ আমাকে হিজরত থেকে বিরত রাখে। তা হলো- দ্বীনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার সুযোগ। আমাদের কেউ যখন হিজরত করে আসতো তখন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কোন কিছুই জিজ্ঞেস করতো না। তিনি বলেন, অতএব আমি তাঁকে পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। রসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন- সদাচরণই পূণ্য, আর যা তোমার **মনে** সন্দেহের উদ্রেক করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি পছন্দ করো না, তাই পাপ।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৬৬৮১
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানিতে থাকা নফস শব্দের অর্থ **মন!** (Mind) ধরে প্রচলিত অনুবাদ করা হয়েছে। আভিধানিক দিক থেকে এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য।

হাদীস-৩

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ».

প্রচলিত অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) নুওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন থেকে শুনে তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন- নাওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন- নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **বক্ষে (বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে)** সন্দেহ বা সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।

- সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬৮০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : প্রচলিত অনুবাদে হাদীসটির **সদর** শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে **বক্ষ (বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ড)**। অভিধান অনুযায়ী এ অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কারণ, সদরের আভিধানিক একটি অর্থ হলো **বক্ষ**।

হাদীস-৪

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ : جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. فَقُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ. فَقَالَ : الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

প্রচলিত অনুবাদ : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন মাহদী থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর সাহাবী ওয়াবেসা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে- আমি রসূল (স.)-এর কাছে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তখন রসূল (স.) বললেন, তুমি কি নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? তখন আমি বললাম, আপনাকে যিনি সত্যসহ নবী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তখন রসূল (স.) বললেন, নেকী হলো সেটি যা তোমার **বক্ষে (বক্ষে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ডে)** স্বস্তি ও প্রশান্তি দান করে। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **বক্ষে (বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে)** সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে সে বিষয়ে ফাতওয়া দেয়।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৮৪৮৪।
- হাদীসটির সনদ[১] সহীহ এবং মতনও সহীহ।

ব্যাখ্যা : ওয়াবেসা নামক একজন সাহাবী নেকী (সঠিক কাজ) ও গুনাহ (ভুল কাজ) কীভাবে জানা বা বুঝা যায় তা জানার জন্য রসূল (স.)-এর কাছে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ হাদীসখানি জ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য ধারণকারী একটি হাদীস। তাই, হাদীসখানির প্রচলিত অনুবাদ থেকে জানা যায়- জ্ঞান থাকে **মনে** (Mind)। আর মন থাকে **বক্ষে তথা বক্ষে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ডে।** অভিধান অনুযায়ী এ অর্থ নেওয়া যেতে পারে।

‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণা

ওপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে- ক্বলবের সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণা হলো-

১. ক্বলব হলো বস্তুগত অস্তিত্বসম্পন্ন মানব শরীরের অঙ্গ হার্ট/হৃৎপিণ্ড।

২. ক্বলবের শারীরিক অবস্থান হলো বুকের বাম দিকের স্তনের নিচে।

---

[১] শুআইব আওরনাত, তা‘লীক : মুসনাদে আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১৯৪

৩. ক্বলব- জ্ঞান, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, ভালো লাগা, সরলতা, কঠোরতা, দুঃখ-কষ্ট অনুভব করা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আর তাই, যিক'রের মাধ্যমে 'নফস (মন)' পরিষ্কার করার বিষয়টিকে বুকের বাম দিকে থাকা হার্ট পরিষ্কার করা অর্থে চালু হয়েছে।

♣♣ মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ যে তথ্যগুলোর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে কুরআন ও হাদীসে থাকা ক্বলব শব্দটির সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত কথাগুলো বলেছেন তা হলো-

১. আরবী অভিধানে উল্লিখিত সদর শব্দটির অর্থের একটি হলো **বক্ষ (বুক)**।
২. প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানে বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডকে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া, মমতা, সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি বিষয় তথা মনের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিবেচনা করা হয়।
৩. মানুষ ভয় পেলে হার্ট/হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ে এবং তা মানুষ অনুভব করতে পারে।

'ক্বলব'-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

আমরা এখন ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুসরণ করে 'ক্বলব'-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। তবে নিম্নের তিনটি বিষয়ে আগে জেনে নিলে মূল পর্যালোচনা বোঝা ও গ্রহণ করা সহজ হবে-

ক. আল কুরআন জানা ও বোঝার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে কুরআন।
খ. আল কুরআন জানা ও বোঝার জন্য মানব শরীর বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে কুরআন।
গ. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি (Principle)।

ক. আল কুরআন জানা ও বোঝার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে কুরআন

তথ্য-১

يس. وَالْقُرْآنِ الحَكِيْمُ.

অনুবাদ : ইয়াসিন। শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের।

(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ১, ২)

ব্যাখ্যা : এটিসহ আল কুরআনের অনেক জায়গায় কুরআনকে বলা হয়েছে حَكِيْمٌ অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কিতাব। ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম বলেই মহান আল্লাহ কুরআনকে বিজ্ঞানময় গ্রন্থ বলেছেন এবং সে গ্রন্থের শপথ করেছেন।

তথ্য-২

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ.

অনুবাদ : আর উলুল আলবাব ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে) শিক্ষা লাভ করে না (করতে পারে না)।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির সরাসরি বক্তব্য হলো- আল কুরআন থেকে শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তাই উলুল-আলবাব বলতে মহান আল্লাহ কাদেরকে বুঝিয়েছেন তা সকল মুসলিমের ভালোভাবে জানা ও বুঝা দরকার। আর আল্লাহ সেটি জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الأَلْبَابِ.الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ……. …

অনুবাদ : নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন রাত্রির আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য নিদর্শন (উদাহরণ/শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে আল্লাহর যিক'র করে (কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ করে) এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে ……… ।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০-১৯১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর যিক'র করা কথাটির অর্থ কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ করা। আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ প্রথমে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন, মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য উদাহরণ তথা শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে উলুল আলবাবদের জন্য। এরপর আল্লাহ উলুল আলবাবের সংজ্ঞা হিসেবে দুটো বিষয় উল্লেখ করেছেন-

১. দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় আল্লাহর যিক'র তথা কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ করা। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলা। তাই, উলুল আলবাবগণ হলেন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিগণ।

২. মহাকাশ ও পৃথিবী তথা মহাকাশ ও পৃথিবীতে যতো জিনিস আছে তার সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার দু'টো স্তর আছে-

   ১. সাধারণ চিন্তা-ভাবনা

   যেমন বিভিন্ন ধরনের ফুল, গাছ বা জীবের বাহ্যিক সৌন্দর্য। একই মাটি ও বাতাস থেকে খাদ্য গ্রহণ করার পরও বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন রকম সুগন্ধ বা বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন রকম স্বাদ ইত্যাদি।

   ২. বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা

   অর্থাৎ মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তন নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা।

তাই, আয়াতখানি থেকে সহজেই বুঝা যায়- আল কুরআনে উলুল আলবাব নামের এক বিশেষ ধরনের মানুষদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা সকল ঈমানদারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হলেও আসলে এখানে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

তথ্য-৩

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ
الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ . وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

অনুবাদ : তুমি কি দেখো না! আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমরা এ দিয়ে বিভিন্ন রকম ফলমূল উৎপন্ন করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে নানান রঙের গিরিপথ- সাদা, লাল ও নিকষ কালো। আর এভাবে রং-বেরঙের মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত পশু রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীগণ (আলিমগণ)।

(সুরা আল-ফাতির/৩৫ : ২৭-২৮)

ব্যাখ্যা : ২৮ নং আয়াতখানির 'নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীগণ' অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো- আলিম তথা ইসলামের ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞানীগণ শুধু আল্লাহকে ভয় করে।
কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ-

১. ২৭ নং আয়াত এবং ২৮ নং আয়াতের প্রথম অংশে রসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া, তা থেকে বিভিন্ন রকম ফলমূল উৎপন্ন হওয়া, পাহাড়ের মধ্যে থাকা সাদা, লাল ও নিকষ কালো রঙের গিরিপথ রং-বেরঙের মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত পশু দেখতে বলা হয়েছে।
২. বর্তমান যুগে দেখা বলতে বোঝায়- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা তথা বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা।

তাই, ২৮ নং আয়াতের 'নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীগণ' অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে- প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ শুধু আল্লাহকে ভয় করে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৪

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ

অনুবাদ : আর তাঁর নিদর্শন/শিক্ষণীয় বিষয়ের ভেতর রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্বে।

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে- আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে উপস্থিত থাকা সকল জীবের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও বিজ্ঞান শেখার গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য-৫

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا
مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ . .

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতখানির অংশ ভিত্তিক অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আল্লাহ কুরআনকে বুঝানো, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, তাঁর ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের ছোটোখাটো উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ : অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই সেটা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছে থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। তাই, এ আয়াতাংশ অনুযায়ী, শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য ও প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর তাই, বলা যায়- কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অনুবাদ : আর যারা কাফের তারা বলে- এ ধরনের (ক্ষুদ্র প্রাণীর) উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা : যারা জীব বিজ্ঞান, এমনকি ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর উদাহরণকেও কুরআন বুঝার জন্য তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অনুবাদ : এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অনুবাদ : আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ছাড়া আর কাউকে তিনি এটা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : আর গুনাহগাররা ছাড়া কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয় না।

♣♣ পুরো আয়াতখানিতে (সুরা বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যতো ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো- মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসমূহসহ আরও আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়- কুরআন জানা ও বোঝার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

খ. আল কুরআন জানা ও বোঝার জন্য মানব শরীর বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে কুরআন

তথ্য-১

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অনুবাদ : পড় (জ্ঞান অর্জন কর) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘আলাক’ (কোন স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু) থেকে। পড় (জ্ঞান অর্জন কর), আর তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয়- যা সে পূর্বে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : এই পাঁচখানি আয়াত রসূল (স.)-এর ওপর প্রথম নাযিল হয়। বেশির ভাগ বর্ণনা অনুযায়ী, এরপর ৩ থেকে ৬ মাস কুরআন নাযিল হয়নি। আর ঐ লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকায় রসূল (স.) অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন এটি মনে করে যে, তাঁকে রসূল হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আয়াত পাঁচখানি নাযিল হওয়ার পর লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকার কারণ হিসেবে সাধারণত যেটি বলা হয় তা হলো, রসূল (স.)-কে ওহী গ্রহণ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করানো। কিন্তু কারণ এটি নয়। কারণ, কোন কাজে মানুষকে অভ্যস্ত করতে হলে সেটি তাকে দিয়ে বার বার করাতে হয়। কিন্তু ২য় বার ওহী নাযিল হওয়ার পর ঐ রকমটি আর হয়নি।

তাই, আয়াত পাঁচখানি নাযিল হওয়ার পর লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকার মূল কারণটি ছিলো মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে- এ পাঁচখানি আয়াতের শিক্ষা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ৬ মাস ধরে তোমরা শুধু এ পাঁচখানি আয়াতের শিক্ষাটি বোঝা ও মনে রাখার চেষ্টা কর।

তাই, এ পাঁচখানি আয়াতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতির জন্য শিক্ষা আছে। একটি দৃষ্টিকোণের শিক্ষা হলো- আয়াত পাঁচখানিতে শুধু জ্ঞান (কুরআনের জ্ঞান) এবং জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে। ৪ নং আয়াতে একটি এবং ২ নং আয়াতে অন্য একটি মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে। ৪ নং আয়াতে উল্লিখিত মাধ্যমটি হলো কলম। আর ২ নং আয়াতে উল্লিখিত মাধ্যমটি হলো মানব ভ্রূণ তথা মানব শরীর বিজ্ঞান।

তাই, আল কুরআনের প্রথম পাঁচখানি আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হলো- কুরআন জানা ও বোঝার জন্য মানব শরীর বিজ্ঞানের জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য-২

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

অনুবাদ : অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত কর; (এ জীবন ব্যবস্থা) আল্লাহর ফিতরাত (আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল), যে প্রকৃতির ওপর (সামঞ্জস্যশীল করে) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

(সুরা রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহর প্রকৃতির সাথে ইসলাম ও মানুষের প্রকৃতি সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর মানুষের প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ হলো মানব শরীর বিজ্ঞান গ্রন্থ। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়-

- মানব শরীর বিজ্ঞান জানা থাকলে কুরআন বোঝা সহজ হয়।
- কুরআনের জ্ঞান থাকলে মানব শরীর বিজ্ঞান বোঝা সহজ হয়।

তথ্য-৩

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততো দূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনের সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী, যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনের সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে মানব শরীর বিজ্ঞানের আবিষ্কার। আর তাই এ আয়াতখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়- কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে মানব শরীর বিজ্ঞান।

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি মানব শরীরের একটি অঙ্গের শারীরিক অবস্থান ও কাজ বিষয়ক। তাই সহজে বলা যায়- বিষয়টিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে মানব শরীর বিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

গ. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি/Principle

কুরআনের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি (Principle) অবশ্যই জানতে হবে। কোনো ব্যক্তির কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকলেও তার যদি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি জানা না থাকে, তবে সে কুরআনের অনেক বিষয়ে ইসলামের সঠিক রায় বের করতে শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন একজন সার্জারী চিকিৎসকের সার্জারীর অনেক তথ্য জানা আছে, কিন্তু তার সার্জারীর মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতিসমূহ অবশ্যই জানতে হবে।

কুরআনে থাকা তথ্য পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান সময়ের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। আমাদের গবেষণা মতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে সে মূলনীতিসমূহ হলো-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন।

৫. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা।

৮. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান থাকা।

৯. যে বিষয় আল-কুরআনে নেই তা ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে বাকি ৭টি মূলনীতির সম্পর্ক হলো-

সম্পর্ক-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

সম্পর্ক-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন, যদি তিনি অন্য ৮টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

সম্পর্ক-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন, যদি তিনি অন্য ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন, যদি তিনি অন্য ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৮টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে ‘কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা’ (গবেষণা সিরিজ-২৬) এবং ‘কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)’ (গবেষণা সিরিজ-১২) বই দুটিতে।

‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণার মূল পর্যালোচনা

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে প্রচলিত ইসলামী ধারণা হলো-

১. ক্বলব বস্তুগত অস্তিত্বসম্পন্ন মানব শরীরের অঙ্গ হার্ট/হৃৎপিণ্ড।

২. ক্বলবের শারীরিক অবস্থান হলো বুকের বাম দিকের স্তনের নিচে।

৩. ক্বলব জ্ঞান, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, ভালোলাগা, সরলতা, কঠোরতা, দুঃখ-কষ্ট অনুভব করা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী আমরা এখন নিম্নের ৪টি বিষয়ের তথ্যের আলোকে প্রচলিত ধারণাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করবো-

ক. অর্জিত সাধারণ জ্ঞান

খ. মানব শরীর বিজ্ঞান

গ. আল কুরআন

ঘ. সুন্নাহ (হাদীস)।

ক. অর্জিত সাধারণ জ্ঞানের আলোকে ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অর্জিত সাধারণ জ্ঞানে-

১. যার হার্ট/হৃৎপিণ্ড খারাপ বা অসুস্থ তাকে হার্টের রোগী বলে। মাথা খারাপ বা পাগল বলে না।

২. যার Common sense/বিবেক/আকল কাজ করে না তাকে নির্বোধ বা পাগল (Brain out) বলে। হার্টের রোগী বলে না।

এ থেকে বোঝা যায় অর্জিত সাধারণ জ্ঞানের একটি ধারণা হলো- Common sense/বিবেক/আকল থাকে মাথায় তথা মাথায় থাকা ব্রেইনে।

খ. মানব শরীর বিজ্ঞানের আলোকে ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ পর্যালোচনা সহজ হবে বর্তমান শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী হার্ট/হৃৎপিণ্ড এবং মনের (Mind) সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ প্রথমে জেনে নিলে।

১. বর্তমান শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী, হার্ট/হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা, অবস্থান (Position) ও কাজ (Function)

সংজ্ঞা

হার্ট/হৃৎপিণ্ড হলো মানব শরীরের একটি অঙ্গ যার বস্তুগত অস্তিত্ব (Physical existense) আছে।

অবস্থান (Position)

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী, মানব শরীরে হার্ট/**হৃৎপিণ্ডের** অবস্থান হলো বুকের বাম দিকে, ডান ও বাম ফুসফুসের মাঝে। ছবি দেখুন-

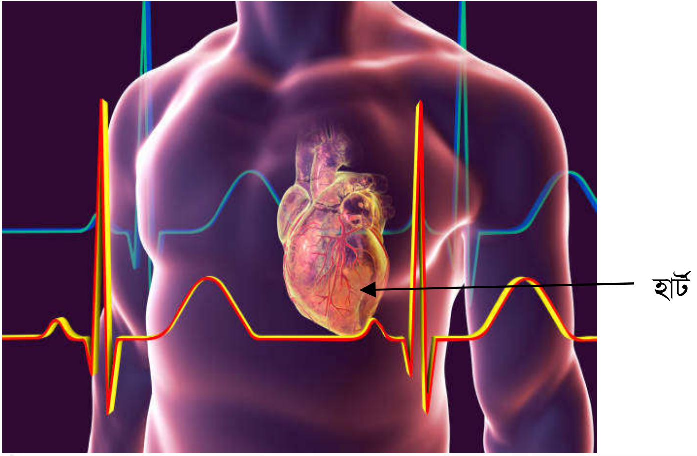

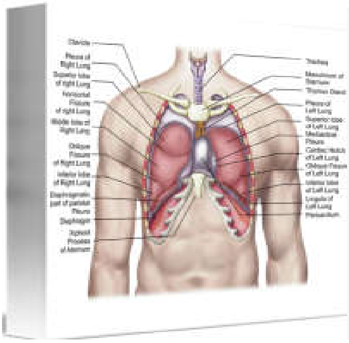

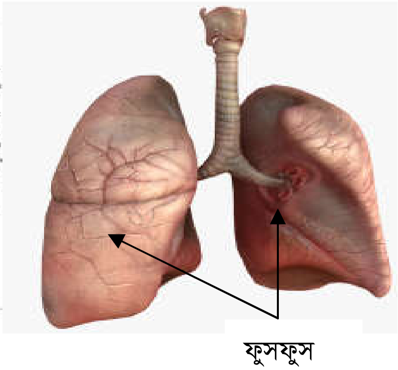

কাজ (Function)

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো- প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, জ্ঞান ইত্যাদির সাথে হৃৎপিণ্ডের (Heart) কোন সম্পর্ক নেই। হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজ হলো শরীরে রক্ত পাম্প করা। ছবি দেখুন-

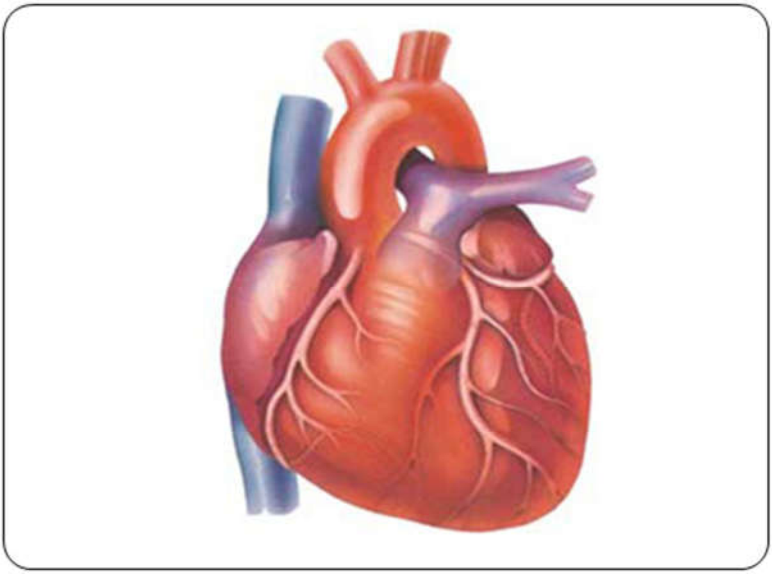

এ বিষয়টি অতি সহজে বোঝা যায়- হৃৎপিণ্ড (Heart) অপসারণ করে সে স্থানে একটি পাম্পিং মেশিন লাগিয়ে দিলে মানুষের অবস্থা কী হয় তা জানলে। এ ধরনের অপারেশন করলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে এবং তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। হৃৎপিণ্ডের এ ধরণের অপারেশন ইতোমধ্যে পৃথিবীতে আরম্ভ হয়ে গেছে।

হার্ট/হৃৎপিণ্ড সম্পর্কিত অন্য দু’টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. মানুষ ভয় পেলে হার্ট/হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়। এটি হার্ট/হৃৎপিণ্ডের ভয় অনুধাবন করতে পারার কারণে ঘটে না। ভয় অনুধাবন করে ব্রেইন। এরপর ব্রেইন স্নায়ুর মাধ্যমে হার্টে সংবাদ পাঠায় স্পন্দন বাড়ানোর জন্য। তখন হার্ট তার স্পন্দনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ব্রেইন ও হার্টের মধ্যকার সংযোগ স্নায়ু কেটে দিলে ভয় পাওয়ার পর হার্টের গতি বাড়বে না।

২. ব্রেইন যে হার্টের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা অতি সহজে বোঝা যায় এ দু'টি অঙ্গ আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ সুরক্ষার যে ব্যবস্থা করেছেন তা দেখে। মহান আল্লাহ ব্রেইনের সুরক্ষা প্রাচীরকে/আধারকে হার্টের সুরক্ষা প্রাচীরের/আধারের তুলনায় অনেক বেশি শক্ত করেছেন। কারণ, ব্রেইন হার্টের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

২. বর্তমান শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী, মনের (Mind) সংজ্ঞা, অবস্থান (Position) ও কাজ (Function) :

সংজ্ঞা

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী- মানব মন বস্তুগত অস্তিত্ব (Physical exhistense) সম্পন্ন কোন অঙ্গ নয়। এটি বিভিন্ন শক্তির একটি **বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধার**।

অবস্থান (Position)

মানব শরীরে মনের অবস্থান হলো মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে। ছবি দেখুন-

মানব ব্রেইন তিন অংশে বিভক্ত-
- সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)
- মধ্য ব্রেইন (Mid brain)
- পশ্চাৎ ব্রেইন (Hind brain)

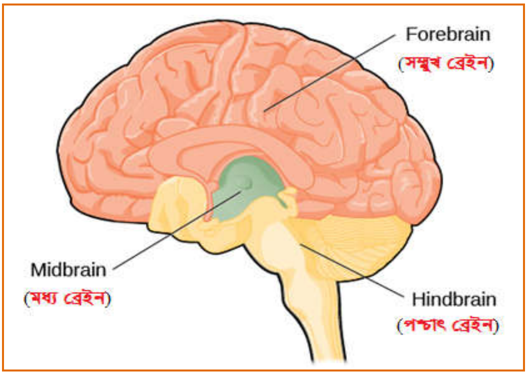
Forebrain
(সম্মুখ ব্রেইন)
Midbrain
(মধ্য ব্রেইন)
Hindbrain
(পশ্চাৎ ব্রেইন)

সৃষ্টিগতভাবে মনের অবস্থান হলো **সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)**।

সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) চার ভাগে বিভক্ত-

১. Frontal lobe- সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার সম্মুখ দিকে। অর্থাৎ মানুষের কপালের পেছনে।

২. Parietal lobe- সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার দুই পার্শ্বে ওপরের দিকে।

৩. Temporal lobe- সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার দুই পার্শ্বে নিচের দিকে।

৪. Occipital lobe- সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার পেছনের দিকে।

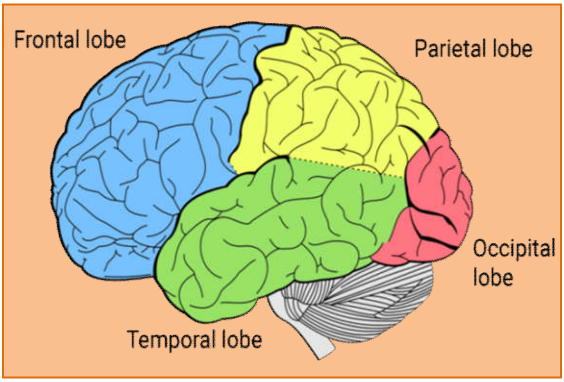
Frontal lobe
Parietal lobe
Occipital lobe
Temporal lobe

কাজ (Function)

মন (Mind) নামক **বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধারটি** জন্মগতভাবে যে সকল ক্ষমতা ধারন করে তা হলো-

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)

২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)

৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি (Behavior controlling power)
৯. স্মরণশক্তি (Memory)
১০. বুঝের শক্তি (Understanding power)
১১. ভাষা শক্তি (Languistic power)
১২. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
১৩. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
১৪. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
১৫. বানান শক্তি (Spelling power)
১৬. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power), ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ-মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

আধারটির শক্তির বিষয়গুলো সৃষ্টিগতভাবে বিভক্ত হয়ে সম্মুখ ব্রেইনের বিভিন্ন অংশে নিম্নোক্তভাবে অবস্থিত-

ক. সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে (Frontal lobe) থাকা বিষয়সমূহ :

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)
২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহী শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি (Behavior controlling power)
৯. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ- মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

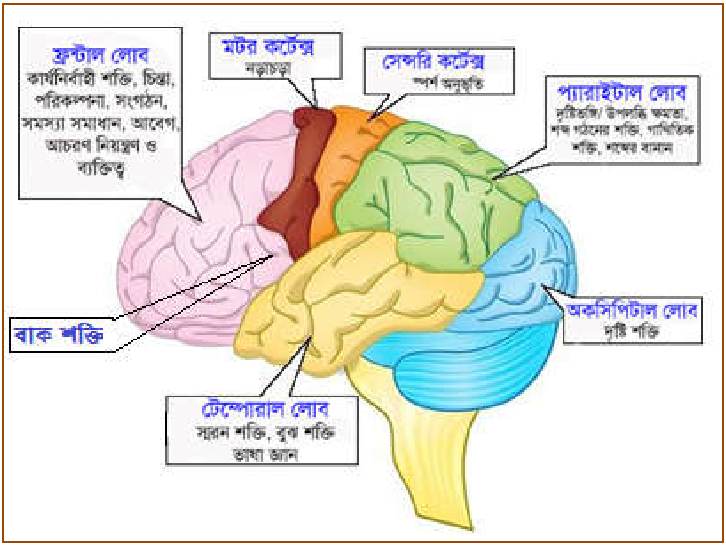
ফ্রন্টাল লোব
কার্যনির্বাহী শক্তি, চিন্তা, পরিকল্পনা, সংগঠন, সমস্যা সমাধান, আবেগ, আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিত্ব
মটর কর্টেক্স
নড়াচড়া
সেন্সরি কর্টেক্স
স্পর্শ অনুভূতি
প্যারাইটাল লোব
দৃষ্টিভঙ্গি/ উপলব্ধি ক্ষমতা, শব্দ গঠনের শক্তি, গাণিতিক শক্তি, শব্দের বানান
বাক শক্তি
অকসিপিটাল লোব
দৃষ্টি শক্তি
টেম্পোরাল লোব
স্মরন শক্তি, বুঝ শক্তি
ভাষা জ্ঞান

সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সামনের অংশটি (Frontal lobe)। এটি মানুষের মাথার সামনের দিকে তথা কপালের পেছনে থাকে।

খ. সম্মুখ ব্রেইনের Parietal lobe টিতে থাকা বিষয়সমূহ :

১. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
২. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
৩. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
৪. বানান শক্তি (Spelling power)

গ. সম্মুখ ব্রেইনের Temporal lobe টিতে থাকা বিষয়সমূহ :

১. স্মরণশক্তি (Memory)
২. বুঝের শক্তি (Understanding power)
৩. ভাষা শক্তি (Languistic power)

ব্রেইন অকেজো হয়ে গেলে পুরো মানব শরীর অকেজো হয়ে যায়। এ অবস্থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে Clinical death বলে। ব্রেইন অকেজো হয়ে গেলে হার্টের স্পন্দন চালু থাকে। কিন্তু মেশিনের মাধ্যমে তখন ফুসফুসকে চালু না রাখলে বেঁচে থাকার প্রধান বিষয়/উপাদান অক্সিজেনের অভাবে হার্ট বন্ধ হয়ে যায়।

‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে বিজ্ঞানের (Science) রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো, ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রচলিত ধারণাটি হলো-

১. ক্বলব মানব শরীরের একটি অঙ্গ যার নাম হলো হার্ট/হৃৎপিণ্ড।
২. মানব শরীরে ক্বলবের অবস্থান বুকের বাম দিকের স্তনের নিচে।
৩. ক্বলব সম্পৃক্ত হলো- জ্ঞান, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, কোমলতা, কঠোরতা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার, দুঃখ-কষ্ট অনুভুতি ইত্যাদি বিষয়ের সাথে।

বিষয়টির ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য হবে-

১. হার্ট/হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজ হলো শরীরে রক্ত পাম্প করা।
২. মানব মন (Mind) বস্তুগত অস্তিত্ব (Physical exhistense) সম্পন্ন কোন অঙ্গ নয়। এটি বিভিন্ন শক্তির বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) একটি আধার।
৩. মন নামক আধারে থাকে- জ্ঞানের শক্তি (Common sense/ আকল/বিবেক), চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ শক্তি, কার্যনির্বাহি শক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সমস্যা সমাধান শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, আচরণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি, স্মরণশক্তি, বুঝশক্তি, ভাষাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি, শব্দ গঠন শক্তি, গাণিতিক শক্তি, বানান শক্তি এবং আচার-আচরণমুলক শক্তি (প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, কোমলতা, কঠোরতা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার, দুঃখ-কষ্ট অনুভুতি ইত্যাদি)।
৩. মানব ব্রেইনে ঐ শক্তিগুলোর সুনির্দিষ্ট অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।
৪. সৃষ্টিগতভাবে সম্মুখ ব্রেইনের তিনটি অংশের (Frontal lobe, Parietal lobe, Temporal lobe) মধ্যে শক্তিগুলো বিভক্ত হয়ে উপস্থিত আছে।
৫. সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সামনের অংশটি (Frontal lobe)। এটি মানুষের মাথার সামনের দিকে তথা কপালের পেছনে থাকে।

আল কুরআনের আলোকে ‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়ের পর্যালোচনা

তথ্য-১

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

অনুবাদ : সেদিন মানুষ (কবর থেকে বের হয়ে) **সম্মুখ দিকে** (হাশরের স্থানের দিকে) অগ্রসর হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে (বিচারের সাক্ষী-প্রমাণ হিসাবে) তাদের কৃতকর্ম (কৃতকর্মের ভিডিও) দেখানো যায়।

(সুরা যিলযাল/৯৯ : ৬)

ব্যাখ্যা : **يَصْدُرُ** শব্দটি সদর (**صدر**) শব্দের ভবিষ্যত কালের রূপ। আয়াতখানির উল্লিখিত অর্থ যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে-

১. সদর শব্দের আভিধানিক একটি অর্থ হলো সম্মুখভাগ, অগ্রভাগ বা সম্মুখ দিক।
২. কিয়ামতের দিন মানুষকে কবর থেকে বের হয়ে হাশরের দিকে যেতে হলে, হাশরকে সম্মুখে রেখেই অগ্রসর হতে হবে।
৩. পরে আসা আয়াতগুলোর সম্পূরক হওয়া।

তথ্য-২

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ (কুলুব ও সুদুর শব্দ দু’টি অপরিবর্তিত রেখে) : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন **কুলুব** সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে **কুলুব** যা অবস্থিত **সুদুরে।**

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : কুলুব হলো ক্বলবের বহুবচন। আর সুদুর হলো সদরের বহুবচন। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি-

১. আভিধান অনুযায়ী ক্বলব শব্দের অর্থ হিসেবে হার্ট (হৃৎপিণ্ড) এবং মন উভয়টি সঠিক।
২. আভিধান অনুযায়ী সদর শব্দের অর্থ হিসেবে বক্ষ (বুক), মন এবং সম্মুখভাগ (অগ্রভাগ)- এ সবক'টি সঠিক।
৩. তথ্য ১-এর আয়াতখানিতে সদর শব্দটি সম্মুখ দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইতোমধ্যে আমরা মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হিসেবে জেনেছি-

১. বুকে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজ শরীরে রক্ত পাম্প করা।
২. মন (Mind) থাকে মাথায় অবস্থিত ব্রেইনের সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। আর মনের বিভিন্ন কাজগুলো বিভক্ত হয়ে উপস্থিত আছে সম্মুখ ব্রেইনের তিনটি অংশে (Frontal lobe, Parietal lobe, Temporal lobe)।
৩. মনে থাকে-
    ক. Common sense/আকল/বিবেক নামক জ্ঞানের শক্তি।
    খ. চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ শক্তি, কার্যনির্বাহি শক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সমস্যা সমাধান শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, আচরণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি, স্মরণ শক্তি, বুঝ শক্তি, ভাষা শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি, শব্দ গঠন শক্তি, গাণিতিক শক্তি, বানান শক্তি এবং আচার-আচরণমুলক শক্তি (প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, কোমলতা, কঠোরতা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার, দুঃখ-কষ্ট অনুভুতি ইত্যাদি)।

আমরা এখন পর্যালোচনা করবো উল্লিখিত সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করে আয়াতখানির নিম্নের ব্যাখ্যামূলক অর্থ দু'টির কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে-

ব্যাখ্যামূলক অর্থ-১

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বিষয় দেখে তারা এমন উৎকর্ষিত **মন** তথা মনে থাকা এমন উৎকর্ষিত Common sense ও জ্ঞানের অন্য শক্তি সম্পন্ন হতো যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত **বক্ষে (বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে)।**

এ ব্যাখ্যামূলক অর্থের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

ক্বলবের অর্থ মন এবং সদরের অর্থ বক্ষ ধরা আভিধানিক দিক দিয়ে সঠিক। তবে আলোচ্য আয়াতে সদর শব্দের অর্থ বক্ষ ধরা সঠিক হবে না। কারণ, এটি ধরলে আয়াতখানি থেকে উদগত (Extracted) ব্যাখ্যামূলক অর্থ-

১. পরে আসা আয়াতগুলোর বক্তব্য বিরোধী হয়।
২. ওপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠিত মানব শরীর বিজ্ঞানের শতভাগ বিরোধী হয়। কারণ, মন বক্ষে তথা হার্ট/হৃৎপিণ্ডে থাকে না।

ব্যাখ্যামূলক অর্থ-২

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বিষয় দেখে তারা এমন উৎকর্ষিত **মন** তথা এমন উৎকর্ষিত Common sense ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য শক্তি সম্পন্ন হতো যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন, যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

এ ব্যাখ্যামূলক অর্থটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ ব্যাখ্যামূলক অর্থটি গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ-

১. সদর শব্দের সম্মুখ/অগ্রভাগ অর্থ আভিধানিক দিক দিয়ে সঠিক।
২. পরে আসা আয়াতগুলোর বক্তব্যের সম্পূরক।
৩. তথ্য ১-এর আয়াতখানির বক্তব্য থেকে সদর শব্দটি সম্মুখ দিক অর্থে ব্যবহার করা সিদ্ধ বলে জানা যায়।
৪. ওপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠিত মানব শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী শতভাগ সঠিক।

তাই আয়াতখানির সরাসরি বক্তব্য অনুযায়ী মানব শরীরে ‘ক্বলব’-এর অবস্থান হলো মাথায় থাকা ব্রেইন। আর ব্রেইনে মনের (Mind) অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

তথ্য-৩

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا . قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ
حَدِيدًا . أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي

فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا.

অনুবাদ (সুদুর শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : আর তারা বলে যখন আমরা হাড্ডিতে পরিণত ও চুর্ণ-বিচুর্ণ হবো তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো? বলো, তোমরা যদি পাথর অথবা লোহাও হয়ে যাও (তিনি তোমাদের পুনরুত্থিত করতে পারবেন)। অথবা এমন সৃষ্টিতে (পরিণত হও) যা তোমাদের **সুদুরের আলোকে** খুবই শক্ত/অসম্ভব। তারা সাথে সাথে বলবে- কে আমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবে /(সৃষ্টির) পুনরাবৃত্তি করবে? বলো, তিনি (সেই সত্তা) যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা তোমার সামনে **মাথা নাড়বে** এবং জিজ্ঞেস করবে এটা কবে হবে? বলো, সম্ভবত তা খুবই নিকটবর্তী।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৪৯-৫১)

ব্যাখ্যা : সুদুর হলো সদরের বহুবচন। আমরা এখন পর্যালোচনা করবো নিম্নের ব্যাখ্যামূলক অর্থ দু'টির কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে-

ব্যাখ্যামূলক অর্থ-১

আর তারা বলে যখন আমরা হাড্ডিতে পরিণত ও চুর্ণ-বিচুর্ণ হবো তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো? বলো, তোমরা যদি পাথর অথবা লোহাও হয়ে যাও তারপরেও তিনি তোমাদের পুনরুত্থিত করতে পারবেন। অথবা এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও যা তোমাদের **বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডের** আলোকে খুবই অসম্ভব। তারা সাথে সাথে বলবে- কে আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে? বলো, তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা তোমার সামনে **মাথা নাড়বে** এবং জিজ্ঞেস করবে এটা কবে হবে? বলো, সম্ভবত তা খুবই নিকটবর্তী।

এ ব্যাখ্যামূলক অর্থের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

আয়াতখানিতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়টির সম্ভাব্যতা নিয়ে রসূল (স.) ও কাফিরদের মধ্যকার সংলাপ উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতখানিতে মানব জীবন সম্পর্কিত একটি জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সদরের অর্থ বক্ষ তথা বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ড ধরা হয়েছে। আভিধানিক দিক দিয়ে সিদ্ধ হলেও এটি সঠিক হবে না। কারণ,

এ অর্থ ধরলে আয়াতখানি থেকে উদগত (Extracted) ব্যাখ্যামূলক অর্থটি-

১. আয়াতখানির শেষ অংশের তথ্য বিরোধী হয় (ব্যাখ্যা পরে আসছে)।
২. তথ্য ২-এর গ্রহণযোগ্য অর্থটির বিরোধী হয়।
৩. পরে আসা আয়াতগুলোর বক্তব্য বিরোধী হয়।
৪. ওপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠিত মানব শরীর বিজ্ঞানের শতভাগ বিরোধী হয়। সে তথ্য হলো- জ্ঞান বক্ষে নয়, জ্ঞান থাকে মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে।

ব্যাখ্যামূলক অর্থ-২

আর তারা বলে যখন আমরা হাড্ডিতে পরিণত ও চুর্ণ-বিচুর্ণ হবো তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো? বলো, তোমরা যদি পাথর অথবা লোহাও হয়ে যাও তার পরেও তিনি তোমাদের পুনরুত্থিত করতে পারবেন। অথবা এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও যা তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনের মনে থাকা জ্ঞান অনুযায়ী খুবই শক্ত। তারা সাথে সাথে বলবে- কে আমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবে? বলো, তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা তোমার সামনে **মাথা নাড়বে** এবং জিজ্ঞেস করবে- এটা কবে হবে? বলো, সম্ভবত তা খুবই নিকটবর্তী।

এ ব্যাখ্যামূলক অর্থটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ ব্যাখ্যামূলক অর্থটি গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ-

১. সদর শব্দের অর্থ সম্মুখ/অগ্রভাগ যা আভিধানিক দিক থেকে সঠিক।
২. আয়াতখানির প্রথম অংশ থেকে উদগত (Extracted) 'তোমরা এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও, যা তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে তথা সম্মুখ ব্রেইনের **মনে** থাকা জ্ঞান অনুযায়ী অসম্ভব'- তথ্যটি শেষ অংশের বক্তব্যের সম্পূরক হয়। **শেষ অংশের বক্তব্যটি হলো-** 'তারা সাথে সাথে বলবে- কে আমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবে? বলো, তিনি (সেই সত্তা) যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা তোমার সামনে **মাথা নাড়বে** এবং জিজ্ঞেস করবে এটা কবে হবে?' এ বক্তব্য থেকে জানা যায়- কাফিররা রসূল (স.)-এর বক্তব্যের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অসম্মতির বিষয়টি জানিয়েছিল মাথা নাড়ানোমূলক শারীরিক ভাষার (Body language) মাধ্যমে।

তাই আয়াতখানির এ অংশ থেকে জানা যায় জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে মানুষের মাথায়।

৩. তথ্য ২-এর গ্রহণযোগ্য অর্থটির সম্পূরক হয়।
৪. পরে আসা আয়াতগুলোর বক্তব্যের সম্পূরক।
৫. তথ্য-১ এর আয়াতখানির বক্তব্য থেকেও সদর শব্দটি সম্মুখ দিক অর্থে ব্যবহার করা সিদ্ধ বলে জানা যায়।
৬. ওপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠিত মানব শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী শতভাগ সিদ্ধ।

ক্বলবের একটি আভিধানিক অর্থ হলো মন। আবার পূর্বে আমরা দেখেছি আল কুরআনের অনেক আয়াতে ক্বলবকে মন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই, এ আয়াতখানির আলোকেও বলা যায় ক্বলব থাকে মাথায়।

তথ্য-৪

قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ . قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ
إِن كَانُوا يَنطِقُونَ . فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ . ثُمَّ نُكِسُوا
عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ . قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ .

অনুবাদ : তারা বললো, হে ইব্রাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ আচরণ করেছো? সে বললো, বরং এদের মধ্যকার এই বড়টি তা করেছে, তাই এদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি এরা কথা বলতে পারে। তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরে গেলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো, নিশ্চয় তোমরাই জালিম। অতঃপর (লজ্জায়) তাদের **মাথা নত হয়ে গেলো।** (আর তারা বললো) তুমি অবশ্যই জানো যে, এরা কথা বলে না। সে (ইবরাহীম) বললো, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করো, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না?

(সুরা আম্বিয়া/২১ : ৬২-৬৬)

ব্যাখ্যা : একটি সহজ বা যৌক্তিক বিষয় বুঝতে না পারলে বা চোখ এড়িয়ে গেলে মানুষ লজ্জা পায়। আর এ লজ্জা প্রকাশের একটি শারীরিক ভাষা (Body language) হলো মাথা নত করা। এটি সর্বজনবিদিত একটি বিষয়।

সহজ বা যৌক্তিক বিষয় বুঝতে না পারা বা চোখ এড়িয়ে যাওয়ার দরুন লজ্জা পাওয়ার কারণ হলো, ব্যক্তির বুঝ-জ্ঞানের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া। মাথা নত করার শারীরিক ভাষাটিকে কোন সহজ বা যৌক্তিক বিষয় বুঝতে না পারা বা চোখ এড়িয়ে যাওয়ার দরুন লজ্জা পাওয়ার সাথে যুক্ত করার কারণ হলো, মাথা বুঝ-জ্ঞানের শারীরিক আধার।

আলোচ্য আয়াতখানি থেকেও জানা যায়- ইব্রাহিম (আ.)-এর যৌক্তিক কথায় লজ্জা পেয়ে কাফিররা মাথা নত করেছিল। বুঝ-জ্ঞান মানব মনের বিষয়। তাই ৩ নং তথ্যের মতো এ আয়াতখানি অনুযায়ীও মানব শরীরে ‘ক্বলব’-এর অবস্থান হলো মাথা, বুক/বক্ষ নয়।

তথ্য-৫

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ.

অনুবাদ : আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা এসো আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা **মাথা ঘুরিয়ে নেয়** এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।

(সুরা মুনাফিকুন/৬৩ : ৫)

ব্যাখ্যা : একটি কথা শুনার পর মনে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার সাধারণ একটি শারীরিক ভাষা (Body language) হলো মাথা ঘুরিয়ে নেওয়া। মাথা ঘুরিয়ে নেওয়ার শারীরিক ভাষাটিকে একটি কথা মনে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার সাথে যুক্ত করার কারণ হলো, মাথা মনের তথা মনে থাকা জ্ঞানের শারীরিক আধার।

আলোচ্য আয়াতে মাথা ঘুরিয়ে নেওয়ার শারীরিক ভাষাটির মাধ্যমেও ঐ তথ্যটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতখানি অনুযায়ীও মানব শরীরে ‘ক্বলব’-এর অবস্থান হলো মাথা, বুক/বক্ষ নয়।

তথ্য-৬

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

অনুবাদ : আর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করলো তখন বললো, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো! তোমরা তোমাদের রবের আদেশকে ত্বরান্বিত করলে? আর সে ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং নিজের ভাইকে **মাথা (চুল) ধরে** তার কাছে টেনে আনলো। সে (হারুন আ.) বললো- হে আমার সহোদর! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিলো এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। তাই তুমি আমার সাথে এমন করো না যাতে **শত্রুরা আনন্দিত** হয় এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৫০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- মুসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে আপন ভাইসহ সকলকে বাছুরের উপাসনা করতে দেখে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। আর এর শাস্তি স্বরূপ ভাইকে (হারুন আ.) মাথার চুল ধরে টেনে এনেছিলেন। হারুন (আ.) তাঁর ঐ কাজ করার ব্যাখ্যা দেওয়ার পর ভাইকে মাথার চুল ধরে না টানার অনুরোধ করেছিলেন। আর এর কারণ হিসেবে বলেছিলেন- এটিতে শত্রুরা আনন্দিত হবে।

প্রশ্ন হলো-

১. মুসা (আ.) ভাইকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ঘাড় বা হাত না ধরে মাথা বা মাথার চুল ধরে কেন টানলেন?
২. হারুন (আ.) এটি না করতে অনুরোধ করার কারণ হিসেবে 'শত্রুরা আনন্দিত হবে' কথাটি কেন বলেছিলেন।

এ প্রশ্ন দু'টির উত্তর হলো- শাস্তি দেওয়ার জন্য ঘাড় বা হাত ধরে টান দেওয়ার তুলনায় মাথা বা মাথার চুল ধরে টান দেওয়া বেশি অপমানকর। আর এটির কারণ হলো- মাথা হলো মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জ্ঞান-বুদ্ধির আধার। তাই, মাথা ধরে টান দেওয়ার অর্থ হলো ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধিকে ধিক্কার দেওয়া তথা সবচেয়ে খারাপভাবে অপমান করা।

জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে মনে। আর ক্বলবের একটি অর্থ হলো মন। তাই, এ আয়াতখানি ব্যাখ্যা করেও বলা যায় ক্বলব থাকে মাথায়।

তথ্য-৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ .

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও এবং (লোকদের কাছে তোমাদের) যে সুদ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো (তবে জেনে রেখো), আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। আর যদি তাওবা করো তবে তোমাদের **মাথা অংশ (মূলধন)** তোমাদেরই প্রাপ্য। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ২৭৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে সম্পদের **মূল অংশ** বোঝাতে **'মাথা অংশ'** কথাটি বলা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায়- মানব শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো মাথা। আর তাই আল্লাহ তা'য়ালা মাথাকে সুরক্ষার যে ব্যবস্থা করেছেন তা হার্ট/হৃৎপিণ্ডকে সুরক্ষার ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি শক্ত।

মাথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়ার প্রধান কারণ হলো- মাথায় থাকে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ধারক অঙ্গ ব্রেইন। তাই, এ আয়াতখানি ব্যাখ্যা করেও বলা যায় ক্বলব থাকে মাথায়।

♣♣ উল্লিখিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ও শিক্ষার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- মানব দেহে 'ক্বলব'-এর অবস্থান মাথা। বক্ষ বা হৃৎপিণ্ড নয়। তাই, সহজে বলা যায়- 'ক্বলব'-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

‘ক্বলব’-এর সংজ্ঞা, অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোন বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) কুরআন সমর্থন করলে ঐ রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, এ পর্যায়ে বলা যায় ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

১. হার্ট/হৃৎপিণ্ডের মন বা মনের কাজের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। হার্ট/হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজ হলো শরীরে রক্ত পাম্প করা।

২. মানব মন (Mind) বস্তুগত অস্তিত্ব (Physical exhistense) সম্পন্ন কোন অঙ্গ নয়। এটি বিভিন্ন জ্ঞান ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন শক্তির বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) একটি আধার।

৩. মন নামক আধারে থাকে-

  ক. Common sense/আকল/বিবেক নামক জ্ঞানের শক্তি।

  খ. চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি, কার্যনির্বাহিশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সমস্যা সমাধান শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, আচরণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি, স্মরণশক্তি, বুঝশক্তি, ভাষাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি, শব্দ গঠন শক্তি, গাণিতিক শক্তি, বানান শক্তি এবং আচার-আচরণমুলক শক্তি (প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, কোমলতা, কঠোরতা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার, দুঃখ-কষ্ট অনুভুতি ইত্যাদি)।

৪. মানব ব্রেইনে ঐ শক্তিগুলোর সুনির্দিষ্ট অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) ।

৫. সৃষ্টিগতভাবে সম্মুখ ব্রেইনের তিনটি অংশের (Frontal lobe, Parietal lobe, Temporal lobe) মধ্যে শক্তিগুলো বিভক্ত হয়ে উপস্থিত আছে। এ তিনটি অংশের কোনটিতে কোন শক্তি থাকে তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সামনের অংশটি (Frontal lobe)। এটি মানুষের মাথার সামনের দিকে তথা কপালের পেছনে থাকে।

(চিত্র দেখুন- পৃষ্ঠা নম্বর : ৫০-৫৩)

মানব দেহে ‘ক্বলব’-এর অবস্থান সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ».

অনুবাদ (ক্বলব শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : ইমাম মুসলিম (রহ.) নুমান বিন বশীর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন- নোমান বিন বশীর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- (রাবী বলেন) এ সময় নোমান তার আঙ্গুল দুটি দিয়ে কানের দিকে ইশারা করেন, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুইয়ের মাঝে আছে অনেক অস্পষ্ট বিষয়, যার (প্রকৃত অবস্থা) অনেকেই জানে না। যে সেই অস্পষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে অস্পষ্ট বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের মতো- যে তার পশুগুলো বাদশাহ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখো- প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরও জেনে রাখো- শরীরের মধ্যে একটি ‘মুদগাহ’ রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে। আর তা অসুস্থ হলে পুরো শরীর অসুস্থ (যন্ত্রণাদায়ক বস্তু তথা ফাছাদ) হয়ে পড়ে। জেনে রাখো, সেটি হলো **ক্বলব**।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৪১৭৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে রসূল (স.) শরীরের যে অঙ্গটিকে **‘ক্বলব’** বলেছেন সেটির পরিচয় হিসেবে হাদীসটি থেকে সরাসরি দুটি তথ্য জানা যায়-

১. অঙ্গটিকে **‘মুদগাহ’** তথা মুদগাহ সদৃশ। আরবিতে **মুদগাহ** হলো সে ধরনের নরম জিনিস, যা চিবানোর কারণে আঁশবিহীন হয়ে যায় এবং যাতে কামড়ের ছাপ থাকে।

২. অঙ্গটি অসুস্থ হলে **পুরো শরীর যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ)** পরিণত হয়।

অন্যদিকে হাদীসটির প্রথম অংশে- স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বিষয়, অস্পষ্ট বিষয়ের সঠিক জ্ঞান থাকা না থাকার পরিণাম এবং অস্পষ্ট বিষয়ে আমলের নীতিমালা নিয়ে তথা জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই হাদীসটির শেষে বলা শরীরের অঙ্গটির কাজ জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে তা অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।

তাই, হাদীসটির শেষে মানুষের যে অঙ্গটিকে **‘ক্বলব’** বলা হয়েছে তার নিম্নের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে-

১. আঁশবিহীন, নরম ও কামড়ের ছাপ থাকতে হবে।

২. জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

৩. অসুস্থ হলে পুরো শরীর যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হতে হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী সে অঙ্গটি বুকে থাকা হার্ট নয়। সেটি হলো মাথায় থাকা ব্রেইন। কারণ, ব্রেইন সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো-

১. ব্রেইন আঁশবিহীন ও নরম। আর ব্রেইনের উপরিভাগ দেখতে দাঁতের কামড়ের ছাপ থাকা জিনিসের মতো। ছবি দেখুন-

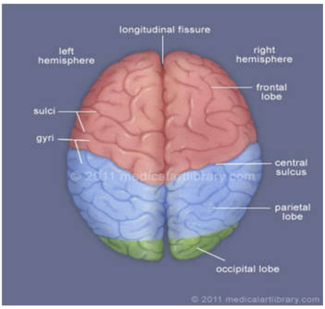
longitudinal fissure
left hemisphere
right hemisphere
frontal lobe
sulci
gyri
central sulcus
parietal lobe
occipital lobe
© 2011 medicalartlibrary.com
© 2011 medicalartlibrary.com

২. ব্রেইনের সম্মুখ অংশ (Fore brain) জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত।

৩. ব্রেইন অসুস্থ হলে-

ক. পুরো শরীর মানুষটির জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হতে পারে।

এটি হয় যখন পুরো ব্রেইন অকেজো হয়ে যায় (ক্লিনিকাল ডেড)। এ অবস্থায় মানুষ জীবিত থাকে কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অন্য কেউ নাড়িয়ে না দিলে সে নাড়াতে পারে না। তাই, পুরো শরীর তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে পরিণত হয়।

খ. ব্যক্তি মানুষটি মানব সমাজের জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হতে পারে।

এটি হয় সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগ ঠিকভাবে কাজ না করলে। এ অবস্থায় মানুষ পাগল হয়ে যায় এবং সমাজের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায় ।

আর হার্ট (হৃৎপিণ্ড) সম্পর্কে বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো-

- হার্টের উপরিভাগ মসৃণ। দাঁতের কামড়ের ছাপ থাকা জিনিসের মতো নয় (ছবি আগে দেওয়া হয়েছে)।
- হার্ট জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। রক্ত সঞ্চালনের সাথে সম্পৃক্ত।
- হার্ট অসুস্থ হলে পুরো শরীর মানুষটির জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হয় না বা ব্যক্তি মানুষটিও মানব সমাজের জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হয় না।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়- হাদীসটিতে উল্লিখিত **‘ক্বলব’** নামক অঙ্গটি হলো **মন** যা থাকে মানুষের মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে। আর ব্রেইনে মনের অবস্থান হলো **সম্মুখ ব্রেইন** (Fore brain)।

হাদীস-২

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ আল বুখারী’ গ্রন্থে লিখেছেন- আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.) বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ‘ইলম’ উঠিয়ে নেবেন না। বস্তুত ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে আলিমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকেই মাথা (জ্ঞানী) হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে, জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- ♦ সহীহ আল-বুখারী, জ্ঞান অধ্যায়, হাদীস নং ১০০, পৃ. ২৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানিতে জ্ঞানী মানুষকে বলা হয়েছে ‘মাথা’। তাই, হাদীসখানির একটি শিক্ষা হলো জ্ঞান থাকে মাথায়। বক্ষে তথা বক্ষে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ডে নয়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো মাথায় জ্ঞানের অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। তাই হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- আল কুরআন ও হাদীসের যে সকল স্থানে কলব শব্দটিকে জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে শব্দটি দিয়ে বুঝানো হয়েছে মাথায় অবস্থিত ব্রেইনের সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

হাদীস-৩

عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ وَ اَبِيْ اُسَيْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) **قَالَ** اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تَعْرِفُهُ **قُلُوْبُكُمْ** وَ تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبُ فَاَنَا اَوْلَاكُمْ بِه . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تُنْكِرُهُمْ **قُلُوْبُكُمْ** وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَتَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدِكُمْ مِنْهُ .

অনুবাদ : ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ’মের থেকে শুনে তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে লিখেছেন- আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন- যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো

হাদীস শোনো তখন যেটিকে তোমাদের **মন (ক্বলব)** মেনে নেয় এবং যার প্রতি তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান বিষয়ক) **ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি** নরম হয়ে যায় (সম্মতি দেয়) এবং তোমরা দেখতে পাও তোমরা হাদীসটি (গ্রহণ করার) নিকটতর, তখন জেনে নেবে যে, তোমাদের চেয়ে আমি সেটির **অধিক নিকটতর (সেটি আমার হাদীস)।**

আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো **হাদীস** শোনো, তখন যেটিকে তোমাদের **মন (ক্বলব)** অস্বীকার করে (মেনে নেয় না) এবং যেটি তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান বিষয়ক) **ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি** অস্বস্তি বোধ করে এবং দেখতে পাও সেটি (গ্রহণ করা) থেকে তোমরা দূরে, তখন জেনে নেবে যে- আমি তোমাদের চেয়ে সেটির **অধিক দূরে (সেটি আমার হাদীস নয়)।**

- মুসনাদে আহমদ, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং ১৬০০৩, পৃ. ৫৭৭।
- ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ীও হাদীসটির সনদ সহীহ[২] এবং মতনও সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানি একটি জ্ঞান বিষয়ক হাদীস। আর মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান বিষয়ক ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি হলো মনে থাকা Common sense এবং জ্ঞানের অন্য শক্তিসমূহ।

শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি- মনের অবস্থান হলো মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)। আর মনে থাকে Common sense এবং জ্ঞানের অন্য শক্তিসমূহ। তাই, এ হাদীসখানি অনুযায়ীও ক্বলবের অবস্থান হলো মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

হাদীস-৪

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ».

---

[২] শুআইব আওরনাত, তা'লীক: মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ৪২৫

অনুবাদ (সদর অপরিবর্তিত রেখে) : ইমাম মুসলিম (রহ.) নুওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন থেকে শুনে তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন- নাওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন- নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **সদরে** সন্দেহ বা সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।

- ♦ মুসলিম, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়- নাওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.) নামক একজন সাহাবী নেকী (সঠিক কাজ) ও গুনাহ (ভুল কাজ) কীভাবে জানা বা বুঝা যায় তা জানার জন্য রসূল (স.)-এর কাছে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ হাদীসখানি জ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য ধারণকারী একটি হাদীস। সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা মানুষের **সদরে** সন্দেহ বা সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং অন্য মানুষ সে সম্পর্কে জানুক ব্যক্তি তা পছন্দ করে না।

সন্দেহ, সংশয় ও অস্বস্তি এবং জানা, পছন্দ করা, অপছন্দ করা ইত্যাদি মানব মনের কাজ। তাই, হাদীসখানিতে রাসূলুল্লাহ (স.) **সদর** বলতে বুঝিয়েছেন মানব শরীরের সে অঙ্গটিকে যা মন ধারণ করে। মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী সে অঙ্গটি বক্ষে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ড/ক্বলব নয়। সে অঙ্গটি হলো মানুষের মাথায় অবস্থিত ব্রেইন। আর ব্রেইনে মনের অবস্থান হলো **সম্মুখ ব্রেইন** (Fore brain)।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُوَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ، قَالَ: دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ يَا وَابِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ **قَلْبَكَ**، وَاسْتَفْتِ **نَفْسَكَ**» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ **النَّفْسُ**، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي **النَّفْسِ**، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ (সদর, নফস ও ক্বলব শব্দ তিনটি অপরিবর্তিত রেখে) : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ওয়াবেসা (রা)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- ওয়াবেসা (রা.) বলেন- আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেসা! রসূল (স.)-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম- আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ, আমি রসূল (স.)-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন- "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন- হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার **সদরে** মারলেন এবং বললেন- তোমার **ক্বালব** ও **নফসের** কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার **নফস** স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ

(ভুল) হলো তা, যা তোমার **নফসে** সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং **সদরে** অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নং **১৭৯২৯।**
- হাদীসটির সনদ যয়ীফ/দুর্বল। কিন্তু ২নং তথ্যের সহীহ মুসলিমের হাদীসখানি এর শাহেদ হাদীস। হাদীসখানির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়- ওয়াবেসা নামক একজন সাহাবী নেকী (সঠিক কাজ) ও গুনাহ (ভুল কাজ) কীভাবে জানা বা বুঝা যায় তা জানার জন্য রসূল (স.)-এর কাছে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ হাদীসখানি জ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য ধারণকারী একটি হাদীস।

হাদীসটিখানির মূল শব্দ (Key words) হলো তিনটি- **সদর, নফস ও ক্বলব**। তাহলে-

১. হাদীসটি অনুযায়ী এ তিনটি বিষয় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে এবং তাদের মানব দেহের অবস্থানও অভিন্ন হবে।
২. অভিধান অনুযায়ী **সদর, নফস ও ক্বলব-** এ তিনটি শব্দের প্রত্যেকটির এমন অর্থ আছে যা মনের কাজের সাথে সম্পর্কিত। তাই, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মানব দেহে এ তিনটি বিষয়ের অবস্থান অভিন্ন হবে।
৩. **সদর, নফস ও ক্বলব-** শব্দ তিনটির প্রত্যেকটির মনের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকা এবং মন (ক্বলব) মাথায় অবস্থিত থাকার প্রমাণ সম্বলিত আয়াত আল কুরআনেও আছে, যা ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি।
৪. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী জ্ঞান থাকে মনে। আর মন থাকে মাথায় অবস্থিত ব্রেইনের সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

তাই, এ হাদীসখানি অনুযায়ীও **‘ক্বলব’-এর** অবস্থান হবে **মাথায় থাকা ব্রেইন**। আর ব্রেইনে ক্বলবের অবস্থান হবে সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

ক্বলব, নফস ও সদর শব্দের সঠিক অর্থ ও শারীরিক অবস্থান ধরে কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ

আল কুরআন

তথ্য-১

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense ও জ্ঞানের অন্য শক্তিসমূহ) যা আছে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

তথ্য-২

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ

অনুবাদ : বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা Common sense অনুযায়ী) এটি (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন।

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৯)

তথ্য-৩

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

অনুবাদ : আমরা কি তোমার জন্য তোমার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনের মনে থাকা Common sense ও জ্ঞানের অন্য শক্তিসমূহকে) উন্মুক্ত (বিদীর্ণ) করে দেইনি?

(সুরা ইনশিরাক/৯৪ : ১)

তথ্য-৪

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে (কুরআনকে) অমান্য করে (তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি নয় যাকে (অমান্য করার জন্য) বাধ্য করা হয় কিন্তু তার মন থাকে ঈমানে অবিচল, তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে) উন্মুক্ত রাখে (ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে অমান্য করে) তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সুরা নাহল/১৬ : ১০৬)

তথ্য-৫

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ

অনুবাদ : বলো, তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) যা আছে তা যদি তোমরা গোপন করো অথবা ব্যক্ত করো আল্লাহ তা জানেন। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও জানেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ২৯)

তথ্য-৬

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) যা আছে তার নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৫৭)

তথ্য-৭

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ

অনুবাদ : অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান তিনি তার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে) ইসলামের জন্য (ঈমান আনা ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য) প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) বিপথগামী করতে চান তার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে) এমন সংকীর্ণ ও কঠিন করে দেন যে (ঈমান আনা ও সে অনুযায়ী আমল করা) তার জন্য আকাশে আরোহণ করা (করার সমতূল্য কাজ)।

(সুরা আন'আম/৬ : ১২৫)

তথ্য-৮

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.

অনুবাদ : আর আমরা অবশ্যই জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার সম্মুখ ব্রেইন (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন) সংকুচিত হয়।

(সুরা হিজর/১৫ : ৯৭)

তথ্য-৯

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

অনুবাদ : আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইসলামের জন্য যার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে) উন্মুক্ত/প্রশস্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর যে তার রব প্রদত্ত (জ্ঞানের) আলোতে রয়েছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ আল্লাহর স্মরণ থেকে মন কঠিন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য। তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে।

(সুরা যুমার/৩৯ : ২২)

তথ্য-১০

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

অনুবাদ : এটা এজন্য যে আল্লাহ তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) যা আছে তা পরীক্ষা করতে পারেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৫৪)

তথ্য-১১

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ.

অনুবাদ : যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে)।

(সুরা নাস /১১৪ : ৫)

তথ্য-১২

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.

অনুবাদ : আর নিশ্চয় তোমার রব অবশ্যই জানেন- যা তাদের সম্মুখ ব্রেইন (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন) গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

(সুরা নমল/২৭ : ৭৪)

তথ্য-১৩

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে

থাকা মনে) যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা যিক'র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ)।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ০২)

তথ্য-১৪

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.

অনুবাদ : সে (মূসা) বললো, হে আমার রব! আমার জন্য আমার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে) উন্মুক্ত/প্রশস্ত/বড় করে দিন।

(সুরা ত্ব'হা/২০ : ২৫)

তথ্য-১৫

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ،

অনুবাদ : আর আমার সম্মুখ ব্রেইন (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন) সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জিহ্বা সাবলীল নয়। সুতরাং হারূনের প্রতিও (ওহীসহ জিবরাঈলকে) প্রেরণ করুন।

(সুরা শু'য়ারা/২৬ : ১৩)

তথ্য-১৬

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

অনুবাদ : সেদিন মানুষ সম্মুখের দিকে (হাশরের স্থানের দিকে) আসবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে (বিচারের সাক্ষী-প্রমাণ হিসাবে) তাদের কৃতকর্ম (কৃতকর্মের ভিডিও) দেখানো যায়।

(সুরা যিলযাল/৯৯ : ৬)

তথ্য-১৭

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

অনুবাদ : আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তিনি তোমাদের যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছেন তা স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে- শ্রবণ করলাম ও মেনে নিলাম। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও। নিশ্চয় আল্লাহ সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) থাকা বিষয়সমূহ ভালোভাবেই জানেন।

(সুরা মা'য়িদা/৫ : ৭)

তথ্য-১৮

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ

অনুবাদ : আর আমরা তাদের সম্মুখ ব্রেইন (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন) থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করবো, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী-নালা।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ৪৩)

তথ্য-১৯

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) যা আছে তার নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৫৭)

তথ্য-২০

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ

অনুবাদ : যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিল না থাকলেও আল্লাহর আয়াত (আল্লাহর কিতাবের আয়াত) সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) আছে কেবল অহঙ্কার, যে পর্যন্ত (অহংকার করার পর্যায় পর্যন্ত) তারা পৌঁছার যোগ্য নয়; অতএব আল্লাহর আশ্রয় চাও; তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

(সুরা গাফির/৪০ : ৫৬)

তথ্য-২১

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.

অনুবাদ : আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে নানা রকম কল্যাণ, তোমরা এ দিয়ে তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) থাকা প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারো এবং এর ওপর ও নৌযানের ওপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

(সুরা গাফির/৪০ : ৮০)

সুন্নাহ (হাদীস)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ».

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) নুমান বিন বশীর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন- নোমান বিন বশীর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- (রাবী বলেন) এ সময় নোমান তার আঙ্গুল দুটি দিয়ে কানের দিকে ইশারা করেন, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুইয়ের মাঝে আছে অনেক অস্পষ্ট বিষয়, যার (প্রকৃত অবস্থা) অনেকেই জানে না। যে সেই অস্পষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে অস্পষ্ট বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের মতো- যে তার পশুগুলো বাদশাহ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখো- প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরও জেনে রাখো- শরীরের মধ্যে একটি 'মুদগাহ' রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে। আর তা অসুস্থ হলে পুরো শরীর অসুস্থ (যন্ত্রণাদায়ক বস্তু তথা ফাছাদ) হয়ে পড়ে। জেনে রাখো, সেটি হলো **মন (ক্বলব)**।

- ♦ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪১৭৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ».

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) নুওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন থেকে শুনে তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন- নাওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.)- বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন- নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অর্থাৎ সদরে)** সন্দেহ বা সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।

- ♦ মুসলিম, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৩
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُوَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ، قَالَ: دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ يَا وَابِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ

فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- ওয়াবেসা (রা.) বলেন- আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেসা! রসূল (স.)-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম- আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসূল (স.)-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন- "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার **মন (ক্বলব)** ও **নফসের (মন)** কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার **মন (নফস)** স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার **মনে (নফস)** সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং **সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) (সদর)** অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- ♦ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৯২৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ যয়ীফ/দুর্বল। কিন্তু ২নং তথ্যের সহীহ মুসলিমের হাদীসখানি এর শাহেদ হাদীস। হাদীসখানির মতন সহীহ।

হাদীস-৪

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ : جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. فَقُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ. فَقَالَ : الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

প্রচলিত অনুবাদ : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন মাহদী থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর সাহাবী ওয়াবেসাকে (রা.) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে- আমি রসূল (স.)-এর কাছে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তখন রসূল (স.) বললেন, তুমি কি নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? তখন আমি বললাম, আপনাকে যিনি সত্যসহ নবী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তখন রসূল (স.) বললেন, নেকী হলো সেটি যা তোমার **সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) (সদর)** স্বস্তি ও প্রশান্তি দান করে। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) (সদর)** সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে সে বিষয়ে ফাতওয়া দেয়।

◆ আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৮৪৮৪।

◆ হাদীসটির সনদ[৩] সহীহ এবং মতনও সহীহ।

---

[৩] শুআইব আওরনাত, তা'লীক : মুসনাদে আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১৯৪

শরাহ সদর (শাক্কুর সদর) তথ্য ধারণকারী হাদীসের পর্যালোচনা

হাদীস-১

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا،........

অনুবাদ : ইমাম **বুখারী আনাস ইব্নু মালিক (রা.)**-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন বুকাইর থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ আল বুখারী’ গ্রন্থে লিখেছেন- আনাস ইব্নু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ যার (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে- আমি **মক্কায়** থাকা অবস্থায় আমার **গৃহের ছাদ উন্মুক্ত** করা হলো। অতঃপর জিব্রীল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে আমার **বক্ষ (সদর)** উন্মুক্ত করলেন। আর তা জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অতঃপর **হিকমাত ও ঈমানে** ভর্তি একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার **বক্ষের (সদরে)** মধ্যে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে নিয়ে চললেন ... ...।

(সহীহুল বুখারী, আল-বুখারী, হাদীস নং ৩৪৯)

হাদীস-২

وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا........

অনুবাদ : ইমাম বুখারী আনাস ইব্‌নু মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদান থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ্ আল বুখারী’ গ্রন্থে লিখেছেন- আনাস ইব্‌নু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ যার (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে- রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- আমি **মক্কায়** অবস্থানকালে **ঘরের ছাদ** উন্মুক্ত করা হলো এবং জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন। এরপর তিনি আমার **বক্ষ (সদর)** উন্মুক্ত করলেন এবং তা **জমজমের পানি** দিয়ে ধুলেন, এরপর **হিকমাহ** ও **ঈমান** পরিপূর্ণ একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে এলেন এবং তা আমার **বক্ষে (সদরে)** ঢেলে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে গেলেন ... ...।

(সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১৬৩৬)

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ، فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: مَا يَعْنِي؟ قَالَ: إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي، فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ قَلْبِي بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً

অনুবাদ : ইমাম তিরমিজি (রহ.) মালিক ইবনু সা’সা’আহ্ (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন- আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেছেন- নবী (স.) বলেন- একদিন **বাইতুল্লাহর** কাছে আমি ঘুম ঘুম ভাব অবস্থায় অবস্থানরত ছিলাম। এমন সময় আমি এক বক্তাকে বলতে শুনলাম- তিনজনের মধ্যে একজন। তারপর একখানা সোনার পেয়ালা আমার কাছে আনা হলো যার মাঝে জমজমের পানি ছিল। এরপর তারা আমার **বক্ষ (সদর)** এই এই পর্যন্ত উন্মুক্ত করে। ক্বাতাদাহ্ (রহ.) বলেন- আমি আনাস (রা.)-কে বললাম- **কোন পর্যন্ত?** তিনি বললেন- (তিনি বলেছেন) আমার **পেটের নিম্নদেশ পর্যন্ত।** অতঃপর আমার **হার্ট/হৃৎপিণ্ড (ক্বলব)** বের করা হলো। অতঃপর

আমার **হার্ট/হৃৎপিণ্ডকে (ক্বলবকে)** জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে আবার স্ব-স্থানে স্থাপন করা হয়। এরপর তা **ঈমান ও হিকমত** দিয়ে পরিপূর্ণ করা হয়। ... ...

(সুনানুত তিরমিযী, আত-তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৪৬)

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ' حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِي ظِئْرَهُ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ"، قَالَ أَنَسٌ: «وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আনাস বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি শায়বান বিন ফাররুখ থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ মুসলিম’ গ্রন্থে লিখেছেন- আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন- রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জিবরাইল (আ.) এলেন, তখন তিনি **শিশুদের** সাথে খেলছিলেন। তিনি তাঁকে ধরে শোয়ালেন এবং তাঁর **ক্বলবকে** বিদীর্ণ করলেন। তারপর সেখান থেকে একটি **জমাটবাঁধা রক্তপিন্ড** বের করলেন এবং বললেন- **এ অংশটি শয়তানের**। এরপর উহাকে একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এবং তার অঙ্গগুলো জড়ো করে আবার যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করলেন। তখন ঐ **শিশুরা** দৌঁড়ে তাঁর দুধমায়ের কাছে গেল এবং বললো- **মুহাম্মাদ (স.)-কে হত্যা করা হয়েছে**। কথাটি শুনে সবাই সেদিকে দৌঁড়ে গিয়ে দেখলো তিনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছেন! আনাস (রা.) বলেন- আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর **বক্ষে** সে **সেলাই-এর চিহ্ন** দেখেছি।

(সহীহ মুসলিম, মুসলিম, হাদীস নং ২৬১)

হাদীসসমূহের পর্যালোচনা

ক. হাদীস চারখানির লক্ষণীয় বিষয়সমূহ-

১. হাদীস চারখানির ২টি বুখারী, ১টি মুসলিম এবং ১টি তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত আছে।

২. হাদীসগুলো একই সাহাবীর (আনাস বিন মালিক রা.) বর্ণনা করা।

৩. হাদীস চারখানির শব্দের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা আছে।

৪. বুখারী শরীফের হাদীস দু'খানি অনুযায়ী জিবরাইল (আ.) ফেরেশতাকে ছাদ কেটে রসূল (স.)-এর ঘরে ঢুকতে হয়েছে।

৫. হাদীস ৪টি থেকে মানব শরীর বিজ্ঞান সম্পর্কে যা জানা যায়-

- ক্বলব তথা হার্ট/হৃৎপিণ্ড থাকে বক্ষে (সদরে)।
- হিকমাহ ও ঈমান তথা জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকে বক্ষে অবস্থিত হার্ট/হৃৎপিণ্ডে।

৬. হাদীস চারখানির বক্তব্য কুরআনের বিপরীত। কারণ, কুরআন অনুযায়ী জ্ঞান থাকে মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে।

৭. হাদীস চারখানির বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা বেশ কয়েকটি শক্তিশালী হাদীসের বিপরীত। কারণ, ঐ হাদীসগুলো অনুযায়ী জ্ঞান থাকে মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে।

৮. হাদীস চারটি থেকে শল্যবিদ্যা (Surgery) সম্পর্কে যা জানা যায়-

- যে যতো বড় সার্জন হবে সে ততো বড় করে কাটবে।
- হার্টের অপারেশন করতে হলে পেটের নিম্নদেশ পর্যন্ত কাটতে হবে।
- হার্ট/হৃৎপিণ্ড (ক্বলব) থাকে বক্ষে (সদরে)।
- মানুষকে জ্ঞান দানের একটি উপায় হলো হার্ট সার্জারী।
- সেলাই করা হলো চামড়ার কাটমার্জিন জোড়া লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।
- জিবরাইল (আ.) তথা মহান আল্লাহর একটি রোগ সারানোর জন্য কয়েকবার (৩/৪ বার) অপারেশন করা লেগেছে।
- হার্টের অপারেশনের সময় রোগী সবকিছু দেখতে ও বুঝতে পারে।
- হার্টের অপারেশন করতে অপারেশন থিয়েটার লাগে না।

খ. হাদীস চারখানি রাসুল (স.)-এর সত্যিকার হাদীস হলে যে বিষয়গুলো অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে-

১. জিবরাইল বা আজরাইল ফেরেশতার ছাদ কেটে বা দরজা জানালা ভাঙ্গা ছাড়া মানুষের ঘরে প্রবেশ করার উপায় নেই (নাউযুবিল্লাহ)।

২. রসূল (স.)-এর কুরআনের বিপরীত কথা বলা বা কুরআনকে রহিত করার অধিকার আছে (নাউযুবিল্লাহ)।
৩. রসূল (স.) একই বিষয়ে বিপরীতধর্মী কথা বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।
৪. মহান আল্লাহর মানব শরীর বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন ধারণা নেই (নাউযুবিল্লাহ)।
৫. আল্লাহ ত'য়ালার শৈল্যবিদ্যা (Surgery) সম্পর্কে জ্ঞান খুবই কম (নাউযুবিল্লাহ)।

গ. হাদীসগুলোকে রাসুল (স.)-এর সত্যিকার হাদীস বলার ফল যা হবে-

রাসুল (স.)-এর সত্যিকার হাদীস মেনে নেওয়া সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামুলক। তাই, হাদীস চারখানিকে রাসুল (স.)-এর সত্যিকার হাদীস বলার অর্থ হলো- হাদীস চারখানির বক্তব্য বিষয়কে মেনে নেওয়া সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামুলক। এ কথার ফল যা দাঁড়াবে তা রসূল (স.)-কে ভালোবাসা এবং ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদীসকে টিকিয়ে রাখার বাসনা ধারণাকারী সকল মুসলিমদের গভীরভাবে জানা ও বোঝা দরকার।

বিষয়টি বোঝা সহজ হবে, আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের যে অপূর্ব উৎসটি (Common sense/বিবেক/আকল) দিয়েছেন তাকে উৎসের তালিকা থেকে যেভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে তা জানলে। সেসময়ে প্রথমে মু'তাজিলা (প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা, জীবন কাল: ৮০-১৩১ হিজরি) নামের একদলকে তৈরি করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে Common sense অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার করা হয়। এ কথায় সকল মুসলমান যখন ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো তখন অন্যদের মাধ্যমে 'Common sense ইসলামী জ্ঞানের কোনো ধরনের উৎস হওয়ার যোগ্য নয়' কথাটি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এটি এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে।

এ কর্মনীতি দুষ্টদের একটি অতিপ্রিয় কর্মনীতি। কর্মনীতিটি হলো- If you want to kill a good dog give him a bad name then kill him- যদি একটি ভালো কুকুরকে হত্যা করতে চাও, তবে প্রথমে তার নামে একটি খারাপ কথা প্রচার করে দাও, তারপর তাকে হত্যা করো।

একই পদ্ধতিতে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে হাদীসকে জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেওয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্র অনেক দুর এগিয়ে গেছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে 'আহলুল কুরআন' নামের একটি দল তৈরি হয়েছে যারা কুরআন মানে কিন্তু হাদীস মানে না। এ দল খুব দ্রুতবেগে সামনে এগিয়ে আসছে। আমাকে তাদের দলে ভেড়ানোর জন্য বাংলাদেশের বাইরে থেকে ৩টি ও ভেতর থেকে কয়েকটি দল ইতোমধ্যে এসেছে।

যেকোন বিবেকবান/Common sense-ধারী মুসলিম দ্বিধাহীনভাবে বলবেন- শরাহ/শাক্কু সদরের বর্ণনা ধারণকারী উল্লিখিত চারখানি হাদীস রাসুল (স.)-এর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মানুষের মনে অবশ্যই ব্যাপক সন্দেহ সৃষ্টি করবে এবং তা করছেও। তাই, এটি আহলুল কুরআনদের সদস্য সংগ্রহে ব্যাপক সহায়তা করছে। আর তাই, নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়- এটিকে প্রতিরোধ করা না গেলে জ্ঞানের উৎস থেকে হাদীস বাদ যেতে বেশি সময় লাগবে না।

তাই মুসলিম বিশ্বে যারা হাদীসের বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির মহাকল্যাণমূলক অসংখ্য কথা হারিয়ে যাওয়ার অপরিসীম ক্ষতি থেকে বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করার জন্য অনতিবিলম্বে প্রচলিত সহীহ হাদীসের দিকে গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে নিম্ন বৈশিষ্ট্য ধারণকারী সহীহ হাদীস ও সহীহ হাদীস বিষয়ক তথ্যগুলোর দিকে-

১. কুরআনের বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী সহীহ হাদীস।
২. বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিপরীত সহীহ হাদিস।
৩. বাস্তবতা, আকলে সালিম বা সর্বসম্মত Common sense-এর বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী সহীহ হাদীস।
৪. সহীহ হাদীস কুরআনকে রহীত করতে পারা মূলক বক্তব্য।
৫. প্রচলিত সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হলেও সে বিষয়ে কিছু বলা যাবে না বা চুপ থাকতে হবে।

আর এ কাজকে সহজ করে দেবে নিম্নের তথ্যটি- আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকী (৮০৬ হিঃ) বলেন- হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য, পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।

(ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-১২৮,১২৯ এবং সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪, হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ.ন.ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং-১৩৪)

পদ্ধতিটির পর্যালোচনা : এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল জাল হাদীসের প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। তাই, সহজেই বলা যায়, এ পদ্ধতি অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থে থাকা হাদীস তেমন প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পায় না। আর তাই এ পদ্ধতিতে জাল হাদীস ঢুকানো হয়েছে প্রধানত বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে।

শেষ কথা

পুস্তিকাটিতে ক্বলব ও হার্টের (হৃৎপিণ্ড) শারীরিক অবস্থান ও কাজ প্রকৃত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে সাধারণ মুসলিম ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে যে ব্যাপক ভুল ধারণা বিদ্যমান, পুস্তিকাটি তা নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। পুস্তিকাটি পড়লে যেকোন ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় মানব শরীর বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার বিষয়টিও বুঝতে পারবে। ক্বলব পরিষ্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটির প্রকৃত বিষয় হবে জ্ঞান পরিশুদ্ধ করা, এ বিষয়টিও পুস্তিকাটি পড়লে সহজে বোঝা যাবে। তাই, ক্বলব পরিষ্কার করার প্রচলিত পদ্ধতি শুধরিয়ে প্রকৃত পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং ইসলামী শিক্ষার সিলেবাস পুনর্বিন্যাসে পুস্তিকাটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি।

নবী-রসূলগণ ভিন্ন কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমাদের লেখায় ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। গঠনমূলকভাবে তা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সকল পাঠকের কাছে অনুরোধ রেখে ও সকলের দোয়া চেয়ে এবং করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) মানব জাতিকে জীবন সম্পর্কিত প্রকৃত উপলব্ধি সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা রাখুক এ আশা রেখে শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!

লেখকের বইসমূহ :

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common Sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দিয়ে কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি না?

২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান :

☐ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

☐ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- ☐ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা, মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ☐ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ☐ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার** , ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ☐ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা : ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ☐ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ☐ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ☐ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ☐ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ☐ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ☐ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ☐ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০

☐ **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯৭৩৬৯২৬৪৭

☐ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল : ০১৯৮১৪৬৮০৫৩

☐ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে

☐ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৭৩১৫৯২০৪

☐ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২

☐ **প্রফেসর' স পাবলিকেশন' স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬

চট্টগ্রাম

☐ **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২৩৪৮৩৩

☐ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪

☐ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, স্টেশন** রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮

☐ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০

☐ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪

☐ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

☐ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩

☐ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, ০১৭১১২১৭২৮৮

☐ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২

☐ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ। মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯

☐ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮

☐ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

☐ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, সিলেট।
মোবাইল : ০১৯৩৭৭০০৩১৭
☐ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
☐ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
☐ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

☐ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
☐ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
☐ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
☐ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

ব্যক্তিগত নোট

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....